দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 17 JAN 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ১২টি হল ২২ বছর ধরে বেদখলে

॥ আখতার হোসেন ॥

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। এ কারণে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে। ঢাকার বাসাবাড়ি অথবা ম্যাসে বসবাস করছেন অনেকেই। অথচ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টি হল প্রায় ২২ বছর ধরে কর্তৃপক্ষের হাতছাড়া হয়ে আছে। অবৈধ দখলে নিয়েছে পুলিশ ও স্থানীয় প্রভাবশালীরা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় হলের জমিতে অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে একাধিক শিক্ষা ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। (১৩শ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

তৃতীয় পৃষ্ঠার খবরের বাকী

জগন্নাথ হলের আবাসিক (৩য় পৃষ্ঠার পর)

বর্তমানে দেশের একমাত্র অনাবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। বেদখল হওয়া হলগুলো হচ্ছে শহীদ শাহাবুদ্দীন ছাত্রাবাস, ৮২, [illegible] লেন, তাঁতীবাজার, ছাত্রাবাসটির তিনতলা [illegible] বর্তমানে [illegible] পুলিশ ব্যবহার করছে। ১৯৯১ সালে ছাত্রদের সঙ্গে এলাকাবাসীদের সংঘর্ষের পর এ হলে পুলিশ ক্যাম্প গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। স্থানীয় প্রভাবশালী [illegible] অবৈধভাবে মালিকানা দাবি করছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। তিব্বত হল, ৮ ও ৯ জিএল পার্থ লেন (ইস্ট বেঙ্গল স্কুলের পিছনে) [illegible]। ১৯৮৫ সালে ছাত্রদের হল থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য পুলিশ হল [illegible] নেয়া হয়। পরে হলটি পুলিশ ব্যারাকে পরিণত হয়। ২ বিঘা জমির ওপর নির্মিত তিব্বত হলে পুলিশ ৫ তলা [illegible] নির্মাণ করে [illegible] পরিবার বাস করছে। হলের [illegible] আবদুর রহমান [illegible] সাইনবোর্ড টাঙানো। হলের মালিকানা নিয়ে মামলা চলছে।

অন্যান্য বেদখল হলগুলো হচ্ছে: আবদুর রহমান হল, শহীদ আনোয়ার শফিক হল, শহীদ আজমল হোসেন ছাত্রাবাস, ফজলুর রহমান ছাত্রাবাস, ড. হাবিবুর রহমান হল, সাইদুর রহমান হল, রউফ মজুমদার হল, নজরুল ইসলাম হল, [illegible] হল ও [illegible] নিবাস। ১৯৮৫ সালে ছাত্রদের সঙ্গে এলাকাবাসীর বেশ কিছু সংঘর্ষের পর অধিকাংশ হল জগন্নাথ কলেজ কর্তৃপক্ষের হাতছাড়া হয়। হলগুলোর মধ্যে সাইদুর রহমান হল ও রউফ মজুমদার হল জগন্নাথ কলেজের ক্রয়কৃত সম্পত্তি। ৫টি হলের মালিকানা নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ মামলা করেন। মামলার রায়ে জগন্নাথ কলেজকে হল দুটির মালিকানা দেয়া হয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে হল দুটি এখনও উদ্ধার হয়নি। বাকি হলগুলো সরকারের কাছ থেকে জগন্নাথ কলেজের নামে লিজ নেয়া সম্পত্তি। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. সিরাজুল ইসলাম বলেন, জগন্নাথ কলেজের সকল সম্পত্তি এখন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের। [illegible] একটি [illegible] কমিটি গঠন করে হল উদ্ধার করব। তবে এতে সরকারের সহযোগিতার প্রয়োজন।